বিএসএফআইসির পরিচিতি

- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সুগার মিলস্ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড এ্যান্ড এলাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন গঠিত হয়।
- ১৯৭৬ সনের ১লা জুলাই থেকে এ দু'টি করপোরেশন একীভূত হয়ে বাংলাদেশ সুগার এ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন গঠিত হয়।
- সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচ জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্যদের নিয়ন্ত্রণে করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান

- চিনিকল : ১৫টি
- ডিস্টিলারী ইউনিট : ১টি
- সহায়ক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা : ১টি

রূপকল্প (Vision):

সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত চিনি, চিনিজাত দ্রব্য ও খাদ্যপণ্য সরবরাহ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

আখচাষী ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, উন্নতজাতের আখ উৎপাদন ও চিনিকলসমূহের আধুনিকায়নের মাধ্যমে মানসম্মত চিনি, চিনিজাত পন্য ও অন্যান্য খাদ্যপণ্য উৎপাদন বহুমখীকরণ ও সরবরাহ।

উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ ঃ

ক) সমাপ্ত প্রকল্প ঃ

* এস্টাবলিসমেন্ট অব অ্যান অর্গানিক বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফ্রম প্রেসমাড অ্যাট কেরুজ সুগার মিলস্

খ) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ঃ

* বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি) লিঃ
* নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন।
* ঠাকুরগাও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন।

গ) ভবিষ্যত প্রকল্পঃ

* বিভিন্ন চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন।
* রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাত করণ প্লান্ট স্থাপন।
* এস্টাবলিশমেন্ট অব বেকারস্ ঈস্ট প্ল্যান্ট অ্যাট নাটোর সুগার মিলস্ লিঃ।
* বিভিন্ন চিনিকলে কারখানা ভবন, আবাসিক ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মান, সংস্কার ও মেরামত।
* ইস্টাবলিশমেন্ট অব ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন।
* বিভিন্ন চিনিকলে পুরাতন সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন, জুস ক্লারিফিকেশন এবং রোটারী ভ্যাকুয়াম ফিল্টার এর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন।
* ৬ (ছয়) টি চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও আধুনিকায়ন।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- **চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদন বহুমুখীকরনের মাধ্যমে রিফাইন্ড সুগার, রেকিটফাইড স্পিরিট, বায়োগ্যাস ও বায়ো-কম্পোষ্ট উৎপাদনের মাধ্যমে মিলের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করে মিলটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা;**
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারেরর মাধ্যমে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক মিলের নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে দেশের আংশিক বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ করা;**
- **চিনিকলের প্রেসমাড ও ইথানল প্লান্টের বর্জ্য হতে বায়ো-কম্পোষ্ট উৎপাদনপূর্বক রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জমিতে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা;**
- **জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে বায়োগ্যাস ও আখের ছোবড়া ব্যবহার করে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জ্বালানী খরচ সাশ্রয় এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা;**
- **নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা এবং মিল এলাকার জনসাধারণ বিশেষত: আখ চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।**

বিপণন (উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত)ঃ

চিনিঃ

উৎপাদিত চিনি বিপণনে পাইকারী বিক্রির পাশাপাশি খুচরা পর্যায়ে আকর্ষনীয় মোড়কে ১ ও ২ কেজির প্যাকেটজাত চিনি ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাসাধারনের দোরগোড়ায় পৌছানো হয়।

মোলাসেসঃ

চিনিকলের উপজাত মোলাসেস ব্যবহার করে ডিস্টিলারীর পণ্য রেকটিফাইড স্পিরিট, ডিনেচারড স্পিরিট, ভিনেগার উৎপাদন ও বিপণন করা হয়।

রেকটিফাইড স্পিরিটঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সধারীদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন চিনিকল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, হোমিও প্রতিষ্ঠান ও ঔষধ তৈরী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়। কেরুজ হোয়াইট ও মল্টেড ভিনেগার সারাদেশে

বিপনন করা হয়। এ পন্য বিভিন্ন ধরনের রান্নায়, আচার তৈরীতে এবং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে ভোক্তাসাধারনের নিকট সমাদৃত।

ডিনেচারড স্পিরিটঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সারা দেশের ১০৭ টি সার্কেলের লাইসেন্সধারীদের মাধ্যমে বিক্রি হয়। কেরুজ ডিনেচারড স্পিরিট দেশে ব্রান্ড হিসেবে পরিচিত যা রঙ ও বার্নিশের কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে।

জৈব সারঃ

চিনিকলের প্রেসমাড এবং ডিস্টিলারীর স্পেন্ট ওয়াশ ব্যবহার করে কেরুজ জৈব সার উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছে। জৈবসার ব্যাবহারে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়, পরিবেশ দূষণ রোধ হয় এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাবে।

বিএসএফআইসি'র অনলাইন সেবা:

ই-পুর্জি কার্যক্রম: সকল আখচাষীকে পুর্জি বিতরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী অবগত করণের জন্য তার নিজস্ব মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১১-১২ আখ মাড়াই মৌসুম হতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-পুর্জির ওয়েবসাইট (www.epurjee.info) থেকে সংগ্রহ করছে। প্রতি বছর আখ মাড়াই মৌসুমে বর্ণিত সফটওয়্যার আপগ্রেডপূর্বক চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। ই-পুর্জি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন আখচাষীর পুর্জি ইস্যু হওয়ার পরপরই তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুর্জি প্রাপ্তির খবর পাওয়ার পরপর আখ চাষীগণ মিলে সময়মত আখ সরবরাহের সুবিধা/সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া তাদের পুর্জির ম্যাসেজ পাওয়ার পরপরই আখচাষীগণ তাদের উৎপাদিত আখ সময়মত কর্তন ও পরিবহনের মাধ্যমে বিক্রি করার সুবিধা পাচ্ছে। এতে আখ বিক্রি/মিলে আখ সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না থাকার কারণে চাষীগণ আখ রোপণে উৎসাহিত হচ্ছে।

ই-গেজেট: সংস্থার অধীন ফিরদপুর চিনিকলে পরীক্ষামূলভাবে ই-গেজেট সফটওয়্যার ডেভলপ করে গত ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুমে চালু করা হয়েছে। এতে চাষীগণ মাড়াই মৌসুমের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কোন চাষী কোন দিন পুর্জি পাবে তা পুর্জির ওয়েবসাইট - (www.epurjee.info) এবং মিলের নোটিশ বোর্ড থেকে জানার সুযোগ রয়েছে। উক্ত ই-গেজেট সফটওয়্যারটি গত ২০১৫-১৬ আখ মাড়াই মৌসুমে ফিরদপুর চিনিকলে সফলভাবে চালানো সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ মাড়াই মৌসুমে অন্যান্য চিনিকলে চালু করনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে অটোমেটিক পুর্জি প্রিন্টিং, আখ ক্রয় সংক্রান্ত পুর্নাঙ্গ এমআইএস রিপোর্ট কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে আখ ক্রয়ে হিসেবের সচ্ছতা, সময়ের অপচয় রোধ, জনবল হ্রাসসহ মিলের আর্থিক সাশ্রয় হবে।

মোবাইল ব্যাংকিং: বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৫ টি চিনিকলে আখ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং এর কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ভর্তুকির টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। এতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছিল যা সংশোধন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ন নাগরিক সেবাসমূহ দেশের যেকোন স্থান হতে বিএসএফআইসি'র ওয়েবসাইট www.bsfic.gov.bd হতে পাওয়া যায়।

ভবিষ্যত সম্ভাব্য অনলাইন সেবাসমূহ:

- **ই-টেন্ডারিং**
- **নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদন গ্রহণ;**
- **অনলাইনে চিনি বিপণন ব্যবস্থা।**

উন্নয়ন মেলা-২০১৭

রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে বিএসএফআইসি'র গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম

আখ	ডিস্টিলারী কারখানা	জৈব সার	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
(বিএসএফআইসি) চিনি শিল্প ভবন,৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
web-www.bsfic.gov.bd, e-mail-cbsfic@gmail.com